মান-মিলন।

গীতিনাট্য।

মারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন কর্ত্তৃক

স্বর-লয়ে গঠিত।

MAN-MELAN.

OPERA.

BY

RAJAH MOHENDRO LALL KHAN,

Zemindar of Narajole, Midnapore.

বন্ধুবর্গের ব্যবহারার্থে

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কেন আজ কেঁদে গেল কমলিনী?
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কমলচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী।

রামবসু।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মান-মিলন।

গীতিনাট্য।

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন কর্ত্তৃক

স্বর-লয়ে গঠিত।

MAN-MELAN,

OPERA.

BY

RAJAH MOHENDRO LALL KHAN,

Zemindar of Narajole, Midnapore.

বন্ধুবর্গের ব্যবহারার্থে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী।

রামবসু।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মান-মিলন।

গীতিনাট্য।

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন কর্ত্তৃক

স্বর-লয়ে গঠিত।

বন্ধুবর্গের ব্যবহারার্থে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

শ্যাম কাল মান করে গেছে, কেমন আছে, দূতি জেনে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে
হ'য়ে খণ্ডিতে, মরি হরির প্রেমের দায়।
ছলে বুঝি মন ছলে গেছে শ্যামরায়।

রামবসু।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল।

প্রথমবার মুদ্রাঙ্কণের বিজ্ঞাপন।

সাধারণের নিকট আমি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এরূপ প্রত্যাশায় এই ক্ষুদ্র গীতিকাখানি প্রণয়ন করি নাই। অবকাশ-কাল বৃথা নষ্ট না করিয়া, হরিগুণানুকীর্ত্তন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তদনুসারে যে সকল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই শ্রেণিবদ্ধ পূর্ব্বক একত্র করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা হইল। আমি কাহারও সমীপে পুরস্কার লাভের অভিলাষী নহি। তবে যাঁহারা অবকাশ-কাল, হরিগুণানুবাদে ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করেন, এই গীতিকা অবশ্য তাঁহাদের নিকট অল্প পরিমাণেও সাহায্যপ্রদ হইবেক ইতি।

নারাজোল রাজবাটী,
জেলা মেদিনীপুর।
৩রা কার্ত্তিক, সন ১২৮৪ সাল।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণের বিজ্ঞাপন।

প্রায় চারি বৎসরাতীত হইল এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্য প্রথম প্রকাশিত হয়, তৎকালে ২৫০ খণ্ড মাত্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তৎতাবৎ সঙ্গীতানুরাগিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পুস্তকের প্রার্থনায় প্রায় শতাধিক পত্র সমাগত হইয়াছে, এবং এপর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ দুই একখানি করিয়া পত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও এই গীতিনাট্যখানি পুনঃ-মুদ্রাঙ্কণে আমার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সাধারণের ও বন্ধুবর্গের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম। এবার ইহার স্থানে স্থানে সংশোধিত ও রিবর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল। ভরসা করি, পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও ইহা সঙ্গীতপ্রিয় মহোদয়গণের প্রীতিপ্রদ হইবে ইতি।

নারাজোল রাজবাটী,
জেলা মেদিনীপুর।
২৪শে শ্রাবণ, সন ১২৮৯ সাল।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

স্ত্রী।	স্ত্রী।
শ্রীরাধা।	চন্দ্রাবলী।
বৃন্দা।	অম্বালিকা।
ললিতা।	মাধবিকা।
বিশাখা।	লবঙ্গিকা।
চিত্ররেখা।	

মান-মিলন।

গীতিনাট্য।

প্রস্তাবনা।

(মৃদুবাদ্যের সহিত পটোত্তোলন।)

বৃন্দাবন।

বংশীহস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, সম্মুখে শ্রীরাধাসহ সখিগণের নৃত্য ও গীত।

ধানি মূলতানী—কাওয়ালী।

শ্যামল সুন্দর, মুরলীধর।
ত্রিভঙ্গ আকার, পরিধান পীতাম্বর।
মস্তকে মোহন, মুকুট শোভন,
কর্ণে কুণ্ডল ভূষণ;
ভালে অলক তিলক বিলসিত,
অধরে হাস্য মৃদু মধুর।
হেরি মন হরে, কণ্ঠে মণি হারে,
সে সাদৃশ্য নহে নিহারে;
হেরি তারে তারাশ্রেণী লাজভরে,
পশিল অম্বর মাঝার।

কটি ক্ষীণতর, নাভি সুগভীর,
তদুর্দ্ধে ত্রিবলী রুচির;
তাহে রোমাবলি, ছলে যত অলি,
ধাইছে হইয়ে তৎপর।
যুগ্ম পদতল, প্রপদ পদ্মদল,
নখর তায় উজ্জ্বল;
ওহে ব্রজপতি, দাসীদের প্রতি,
দেহ ওপদ নিরন্তর।

(পটক্ষেপণ।)

মান-মিলন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনার তট।

(সখিগণ সহ কুম্ভ লইয়া শ্রীরাধার প্রবেশ;
নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন।)

১

মুলতান সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

শ্রীরাধা। ওই গো স্বজনি, শুন বাজে শ্যামের বাঁশরী।
বিচলিত হলো চিত ও ধ্বনি শ্রবণ করি।
তাই বারি আনিবারে,
নিবারিয়ে ছিনু তোরে,
না শুনি আনিলি মোরে, এখন বিপদে মরি।
চলিতে বাধে চরণ,
স্ববশে নাহিক মন,
গেল কুল-শীল-মান, বল উপায় কি করি।
বুঝি ফিরে ঘরে আর,
পুনঃ যাওয়া হলো ভার,
বাঞ্ছা হয় সদা তার, রূপ হেরি আঁখি ভরি।

২

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। যা বলিলে প্রিয়সখি, সকলি বটে প্রকৃত।
ও নির্লজ্জ বংশীস্বরে হরি লয় মন চিত।
কে জানে কেন ও ধ্বনি,
মন মুগ্ধ হয় শুনি,
করে যেন উন্মাদিনী, লাজভয়-বিবর্জ্জিত।
কিবা প্রাতঃসন্ধ্যাকাল,
নাহি ওর কালাকাল,
গোপিকার হ'য়ে কাল, প্রায় বাজে গো সদত।

৩

পিলু সম্পূর্ণ—খেমটা।

শ্রীরাধা। ওরে কর নিবারণ।
অসময়ে যেন পুনঃ না করে বংশীবাদন।
ও বাঁশীর গুণ যত,
সকলি আছে বিদিত,
উদাস করিয়ে চিত, হরে প্রাণ-মন।
ব্রজাঙ্গনারা উহার,
করেছে কি অপকার,
কেন কষ্ট দেয় আর, মদনমোহন।

৪

মুলতান সম্পূর্ণ—শ্লথত্রিতালী।

বৃন্দা। স্বজনি, সুজন নহে সে জন,
নিলর্জ্জ লম্পট কপট শঠ কেন শুনিবে বারণ।

কত যে ছলনা জানে নটবর,
ভুলাতে অবলা কুলবালাগণ,
কে পারে করিতে তার নিরূপণ।

বিশাখা। তবে চতুরে চাতুরী, মোরা শিখাইতে পারি,
কর তুমি যদ্যপি অনুমোদন।
বল প্রকাশিয়ে, বাঁশী লয়ে,
যমুনা-জীবনে দিলে বিসর্জ্জন,
তবে যত জ্বালা যায় গো এখন।

৫

বৃন্দাবনী সারঙ্গ ওড়ব—আড়াঠেকা।

শ্রীরাধা। অগ্রে তোরা তারে কর গো সবে যতন।
প্রথম বল প্রকাশে নাহি প্রয়োজন।
বলো তার করে ধরি,
ব্রজবালা লক্ষ্য করি,
যেন বাজায়ে বাঁশরী, করে না পীড়ন।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কদম্ব-বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও বংশীবাদন ;
বৃন্দাসহ সখিগণের প্রবেশ।)

৬

চিত্রাগৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। কেন হে রসিকরাজ, পূরি সুমধুর স্বরে,
অবিরত শ্রীরাধারে, ডাক পুনঃ পুনঃ ;
বাঁশরী ধরিয়ে করে।
শুনিয়ে তোমার মোহন মুরলী-গান ;
কুলবালা লাজে মরে।
বল কে আছে এমন, ধরিয়ে জীবন ;
রবে গোকুল-মাঝারে।

৭

আশাগৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। বাঁশী বাজাওনা আর।
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে তিষ্ঠা হয় ভার।
যদি থাকি গৃহ-কাজে, বাঁশী আনে বনে,
ব্যথিত করিয়ে প্রাণে ;
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কষ্টপ্রদ হয় সদা শ্রীরাধার।

একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা ;

কেন কর হে লাঞ্ছনা ;

মরমেতে মরে, গুরুজন মাঝে ;

এ কেমন শ্যাম, তব ব্যবহার।

৮

কেদারা সম্পূর্ণ—শ্লথত্রিতালী।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন অকারণ।

মম প্রতি কর সহচরি, মিছে দোষ আরোপণ।

সদা বাঞ্ছা করি গো মনে,

কি করি বাঁশরী না মানে বারণ।

কেন ওই নাম জানিনে বাজে গো অনুক্ষণ।

যাহে প্রাণাধিকা প্রিয়ে হইবে সদত বিষাদিত,

আমি কি করি এমন।

যার দুখে দুখী হয় সদা মম মন।

৯

শ্রীরাগ সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। আরো কত রসিকতা জান রসরায়।

ভুলায়ে রেখেছ শঠতায় গোপিকায়।

চাতুরী করিয়ে হরি,

কুলশীল নিলে হরি,

সম্প্রতি মোরা যে মরি, লোক-গঞ্জনায়।

১০

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধে কি সদত সখি ডাকি আমি শ্রীরাধায়।

হেরিতে সে প্রাণপ্রিয়ে আঁখি নিরন্তর চায়।

যার রূপ ধ্যানে মন,
সদা আছে নিমগন,
তারি প্রেমে মত্ত মন, কিরূপে ভুলিব তায়।
বিষম বিচ্ছেদ - শরে,
সদা জ্বালাতন করে,
মন ধৈর্য্য নাহি ধরে, মিছে দূষহ আমায়।

১১

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। ভালবাসা অর্থে যদি হয় স্বজন-পীড়ন।
যথেষ্ট হয়েছে তবে নাহি আর প্রয়োজন।
শুন হে রসিকরাজ,
প্রেমিকের একি কাজ,
প্রেয়সীর মনঃ-ব্যথা, দিয়ে করা জ্বালাতন।

১২

ছায়ানট সম্পূর্ণ—তেওট।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন সখি, কি দোষে আমার প্রতি কর মনোভার।
সকলি সহিতে পারি, মনোভার সহা ভার।
মম প্রাণপ্রিয়ে রাধা,
হয় মম তনু-আধা,
তারি প্রেমে প্রাণ বাঁধা, সে বিনে জানিনে আর।
তার সন্তোষ সাধন,
করিতে করি যতন,
মিছে তবে আর কেন, ক্রোধ কর পরিহার।

হয়ে সবে কৃপাবান্,
ত্বরা কর সুবিধান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, অদর্শনে শ্রীরাধার।

১৩

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

ললিতা। যাও যাও বঁধু মিছে কেন কর জ্বালাতন।
ভাল মতে ভালবাসা করিলে হে প্রদর্শন।

বিশাখা। শঠের শঠতা যত,
সকলি আছে বিদিত,
হৃদয় বিষে মিশ্রিত, বদনে সুধাবর্ষণ।

চিত্ররেখা। সুহৃদতা কেন আর,
জানি তব ব্যবহার,
ও চাতুরী বুঝা ভার, ছলে পরিপূর্ণ মন।

১৪

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ। মম অপরাধ যত ক্ষম সব সখিগণ।
সুজনে স্বজন-দোষ কভু করে না গ্রহণ।

(করযোড়ে)—

মিনতি রাখ আমার,
কর রোষ পরিহার,
উচিত না হয় আর, আশ্রিত জন-পীড়ন।

(বৃন্দার কর ধারণ করিয়া)—

দেখ ভরসা তোমারি,
তুমি যদি দয়া করি,
আনিয়ে মিলাও প্যারী, তবেত রহে জীবন।

(অন্যান্য সখিগণের কর ধারণ করিয়া)—

তোমরাও সবে মিলে,
সাহায্য করো সকলে,
অবশ্য হবে তাহলে, মনোবাসনা পূরণ।

১৫

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

সখিগণ সমস্বরে } আর কেন রসরাজ যেও হে নিকুঞ্জবনে।
অভিসার করি প্যারী আজি যাবেন সেখানে।

উদয় হইলে বিধু,
গিয়ে তথা প্রাণবঁধু,
সুখে পান করো মধু, প্রেমবিলাসিনী সনে।
কিন্তু এক নিবেদন,
এই অনুরাগ যেন,
রেখো হরি চিরদিন, সদা অতীব যতনে।

১৬

শ্যাম সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীকৃষ্ণ। সুখ - সাগরে,
আজি মন নিমগ্ন হইল।
এইক্ষণে সহচরি আসি তবে,

নিকুঞ্জে দেখা হবে ;
দেখ ক্রমে যামিনী,
গভীর তিমির রূপ ধরিল।

[এক দিক্ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অপর দিকে সখিগণের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

(সখিগণসহ চন্দ্রাবলী আসীনা, নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি।)

১৭

ভুপালী খাড়ব—আড়াঠেকা।

চন্দ্রাবলী। প্রিয়সখি প্রাণ-মন সকলি লইল হরি।
কুলশীল সব গেল শুনিয়ে ওই বাঁশরী।
নাহি শোনা ছিল ভাল,
শুনিয়ে হইল কাল,
একি জ্বালা ঘটাইল, গৃহেতে রহিতে নারি।
বিচলিত হ'ল মন,
মানে না পাপ নয়ন,
হইতেছে আকিঞ্চন, তারে হেরি আঁখি ভরি।

১৮

ভুপালী খাড়ব—আড়াঠেকা।

অম্বালিকা। স্বজনি ও ধ্বনি শুনি, কোন ধনী রবে কুলে।
সবাকার হয় ভার তিষ্ঠিয়ে থাকা গোকুলে।
এস সখি ত্বরা গিয়ে,
রহি পথ আগুলিয়ে,
আনিব শ্যামে ধরিয়ে, একত্র মিলি সকলে।

১৯

জয়জয়ন্তী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

চন্দ্রাবলী। কেন বা আসিবে সখি সেই মদনমোহন।
শ্রীরাধার রূপে যার মন করেছে মোহন।
তাঁর প্রেমের বাসনা,
ভুলেও মনে এন না,
সে দুরাশা করিও না, ত্যজ ওই আকিঞ্চন।

২০

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

মাধবিকা। দৃঢ়চিত্তে প্রিয়সখি কর তাঁহারে স্মরণ।
অবশ্যই করিবেন তিনি বাসনা পূরণ।
লবঙ্গিকা। যে তাঁহারে ভক্তিভাবে,
ভাবে ঐকান্তিক ভাবে,
তারে হরি সেই ভাবে, আসি দেন দরশন।
অম্বালিকা। সেই বিভু দয়াময়,
ভকত-জন-আশ্রয়,
একা শ্রীরাধার নয়, ব্রহ্মাণ্ডের পতি হন।

(চন্দ্রাবলী কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া)—

২১

গৌরী সম্পূর্ণ—আড়া।

চন্দ্রাবলী। সখি! এতক্ষণ তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায়।
রহিলাম দেখা নাহি দিলেন ত শ্যামরায়।

কি করি বল এখন,
হইল উন্মনা মন,
কোথা সে বংশীবদন, কেমনে পাইব তায়।

(নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি।)

ও ধ্বনি শ্রুতিবিবরে,
প্রবেশি অধৈর্য্য করে,
কোন্ ধনী রবে ঘরে, কে আছে এমন, হায়।

২২

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

অম্বালিকা। এত ব্যস্ত কেন ধনি।
ত্যজ না ভাবনা, উথলা হইও না,
শুন শুন বিনোদিনী।

লবঙ্গিকা। মনে ধৈর্য্য ধর, ক্ষণ হও স্থির,
আসিবে বঁধু এখনি।

(চন্দ্রাবলী অত্যন্ত কাতরা হইয়া)—

২৩

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

এ সুখের সময়, কোথা রসময়, হইয়ে সদয়, দাও দরশন।
হে রসিক নাগর,
তোমা বিনে আর, কে করে দাসীর দুখ-বিমোচন।
একেত বসন্ত হইল আগত,
তাহে প্রতি কুঞ্জে তরু মঞ্জরিত,
নবীন সজ্জায় ব্রজ সুশোভিত,
গুঞ্জরিছে সুখে যত অলিগণ।

মুকুলে মুকুলে কূজিছে কোকিল,
হর্ষে ভ্রমিতেছে মধুপের দল,
মম প্রাণ-মন মদন দহিল,
দুখ হর আসি মদনমোহন।

(বংশীধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও চন্দ্রাবলী কটাক্ষভাবে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্যে শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া)—

২৪

জয়জয়ন্তী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

চন্দ্রাবলী। স্ববশে আনিতে কারে এ বেশে কর গমন।
মদনমোহন রূপে হরিবে কাহার মন।

মাধবিকা। কার ভাবে রসরাজ,
ধরেছ এমন সাজ
কার আশা পূর্ণ আজি, করিবে বংশীবদন।

অম্বালিকা। বঁধু এ রূপ হেরিলে,
আর কে রবে গোকুলে,
যাহারা আছে স্বকুলে, দিবে কুলে বিসর্জ্জন।

২৫

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেম্‌টা।

শ্রীকৃষ্ণ। এমন কোথাও কোন নাহি মম প্রয়োজন।
কেবল এসেছি মাত্র আজি করিতে ভ্রমণ।

অম্বালিকা। ভয় কি হে রসরায়,
বল যাইবে কোথায়,
হঠাৎ বিষন্নপ্রায়, কেন হইল বদন।

২৬

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেম্‌টা।

চন্দ্রাবলী। বুঝেছি বুঝেছি বঁধু প্যারীরে পড়েছে মনে।
মিছে চাতুরী করিয়ে প্রবঞ্চনা কর কেনে।
যথা ইচ্ছা হয় যাবে,
ধরে কেহ না রাখিবে,
নাহি থাক, না থাকিবে, যেও এখনি সেখানে।
বারেক ফিরিয়ে চাহ,
হেসে দুটো কথা কহ,
তাও যদি না পারহ, কর যাহা ইচ্ছা মনে।

২৭

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে মম এই নিবেদন।
যাইতে হইবে ত্বরা আছে কোন প্রয়োজন।
আজি মোরে ক্ষমা কর,
রাখ মিনতি আমার,
কালি আসি তোমাদের, করিব বাঞ্ছা পূরণ।

২৮

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরি।

মাধবিকা। ছিছি বঁধু যেতে চাহ একি তব ব্যবহার।
নবীনা নলিনী ভৃঙ্গ করে কবে পরিহার।
লবঙ্গিকা। থাক থাক থাক প্রাণ,
কর কর মধু পান,
যেও এখনি এখন, সুখে করিয়ে বিহার।

২৯

সাহানা সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

অম্বালিকা। চিন না হে বঁধু, প্রেম-ধনে।
প্রণয়-রতন, জানে সেই জন,
প্রেম-রস রয় পূর্ণ যার মনে।
সুজনে স্বজনে ত্যজে না কখন, অকপট প্রেম রহে চিরদিন,
কুজন-মিলন কষ্টের কারণ,
অরসিকে রস বোধ কি জানে।

৩০

পরজ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন মিছে কর অভিমান।
কিশোরী কি চন্দ্রাবলী,
হয় গো স্বজনি মম, উভয় সমান।
কোন প্রয়োজন তরে,
যেতে চাহি ত্বরা করে,
তায় দোষ দে'য়া মোরে, নাহি হয় সুবিধান।

৩১

জয়জয়ন্তী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

মাধবিকা। আর কি বলিব হরি যা ইচ্ছা তোমার কর।
লবঙ্গিকা। মনোগত স্থানে তবে যাও ত্বরা নটবর।
অম্বালিকা। বুঝেছি হে শঠরাজ,
বিলম্বে বল কি কাজ,
সাধগে তাহার কাজ, ভুলি আছ প্রেমে যার।

৩২

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেম্‌টা।

চন্দ্রাবলী। দৃঢ় আশা ছিল শ্যাম করিবে তুমি করুণা।
তব সহ সহবাসে পূরাব মনোবাসনা।
বাঁধি তোমা প্রেমডোরে,
রাখিব হৃদয়াগারে,
প্রহরী রাখি আঁখিরে, ত্যজিব মনোবেদনা।

৩৩

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—ঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্যে } ওই অভিলাষ প্রিয়ে হয় গো আমার মনে।
তোমা হেন রত্নে রাখি সদা হৃদে সযতনে।
আর আক্ষেপে কি ফল,
চল চল ত্বরা চল,
সুখে কাটাইব কাল, দোঁহে রস আলাপনে।

৩৪

ভূপালী খাড়ব—আড়াঠেকা।

অম্বালিকা। করিতেছিলে ছলনা কেন বঁধু এতক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ। ও কথা তুলিয়ে সখি আর কিবা প্রয়োজন।
মাধবিকা। শঠতা যত শঠের,
বুঝে ওঠা হয় ভার,
শ্রীকৃষ্ণ। সকলি দোষ আমার, ক্ষমা কর সখিগণ।
লবঙ্গিকা। যামিনী অধিক হয়,
বিলম্ব উচিত নয়,
চল চল ত্বরায়, নিকুঞ্জে বংশীবদন।

(সখিগণ কুঞ্জ মধ্যে পুষ্পময় শয্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীকে বসাইয়া হাস্যবদনে)—

৩৫

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—একতালা।

কিবা অপরূপ শোভা আজি নিকুঞ্জে হইল।
উভয়ের রূপ হেরি নয়ন মন ভুলিল।
এইরূপ সুখে যেন,
যায় বঁধু চিরদিন,
নাহি যেন তায় পুন, বহে বিচ্ছেদ-অনিল।

(সখিগণ উভয়ের গলদেশে মাল্যপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে)—

৩৬

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—একতালা।

আজি আনন্দসাগরে যুগ্ম কমল ভাসিল।
উভয়ের শোভা হেরি মন পুলকে পূরিল।
তায় প্রণয়প্রবাহ,
সুখের লহরি সহ,
বহি ওই অহরহঃ, রঙ্গরসেতে মিলিল।

(সখিগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া চন্দ্রাবলীর প্রতি)—

৩৭

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেমটা।

ছেড় না ছেড় না সখি একান্ত ও মনচোরে।
দৃঢ়রূপ যত্ন করি রাখ হৃদয়-পিঞ্জরে।

আজি শিখাও চাতুরী,
বাঁধ দিয়ে প্রেমডুরী,
সুখবিলাসে শর্ব্বরী, কাট আনন্দ অন্তরে।

[সখিগণের প্রস্থান।

কিঞ্চিৎকাল পরে।

৩৮

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীকৃষ্ণ। ওই দেখ চন্দ্রাননি যামিনী প্রভাত হ'ল।
গাহিছে প্রভাতি গান কুহুরবে কুহুকুল।
শশী নিশি-সহবাসে,
লজ্জা পেয়ে পরিশেষে,
ব্যস্ত হয়ে ত্বরা করি অস্তাচলতে চলিল।
বলি প্রিয়ে যত্ন করে,
বিদায় দেহ আমারে,
যাব ভবনে সত্বরে, বিলম্ব অধিক হ'ল।

৩৯

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—একতালা।

চন্দ্রাবলী। থাক থাক বঁধু এখন আছে যামিনী।
না হয় উচিত তব চলিয়ে যাওয়া এখনি।
ওই দেখ শশধর,
বাড়াইয়ে নিজ কর,
ধরি কুমদিনী-কর, হাসিতেছে গুণমণি।

দেখ খদ্যোতিক তারা,
হয় নাই জ্যোতি-হারা,
ওই কুহু চিত্তহরা, ডাকে হয়ে উন্মাদিনী।

(শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত গমনোদ্যত দেখিয়া
চন্দ্রাবলী করযোড়ে)—

৪০

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরি।

আর কি বলিব বঁধু শুন এক নিবেদন।
এই স্নেহভাব তব রহে যেন চিরদিন।
প্রাণ মন তব করে,
সঁপেছি জন্মের তরে,
ক্ষণে প্রাণে যাই মরে, না হেরিলে ও বদন।
একান্ত যদি হে যাবে,
দেখ রেখ মনে তবে,
ভুলিও না দাসীরে, যেন দেখা হয় পুন।

৪১

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেম্‌টা।

সখি সকলে সমস্বরে } যাইবে একান্ত যদি যাও বাজাইয়ে বাঁশী।
শ্রবণে যা বনমালী মোরা বড় ভালবাসি।
যে রন্ধ্রের ধ্বনি শুনি,
রাধা হয় উন্মাদিনী,
তাই হে বাজাও শুনি, আছি চির অভিলাষী।

[এক দিক্ দিয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের এবং
অন্য দিক্ দিয়া সখিগণসহ চন্দ্রাবলীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

(বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চিত্ররেখা প্রভৃতি সখিগণ
সহ শ্রীরাধা আসীনা।)

৪২

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীরাধা। তোরাত আনিলি কুঞ্জে কোথা বল নটবর।
বাসক সুসজ্জ সবে করিলি হয়ে সত্বর।
যামিনী হ'ল অধিক,
এল নাক প্রাণাধিক,
আর কি কব অধিক, ধিক্ তার ব্যবহার।
যদি কুঞ্জে আসিবে না,
তবে করে প্রবঞ্চনা,
দিলেক এত যন্ত্রণা, একি সুহৃদতা তার।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক)

৪৩

বেহাগ খাড়ব—একতালা।

সখি করি কি উপায়।
মদনমোহন এল না এখন বুঝি বা যামিনী অমনি পোহায়।

কেন কুঞ্জে করিলাম অভিসার,
বাসক সুসজ্জ করা মাত্র সার,
নাহি আশা আর নাথের আসার,
যত আয়োজন হইল বৃথায়।
মন্দ মন্দ বহে মলয় পবন,
দহিছে আমারে বিরহ-তপন,
সহে না সহে না কোকিল-কূজন,
উহু মরি মরি প্রাণ জ্বলে যায়।
দেখ বিরহিণী দেখিয়ে আমারে,
রতিপতি পঞ্চ সম্মোহন শরে,
প্রহরে প্রহরে প্রহারে অন্তরে,
কেমনে বাঁচিব প্রেম-পিপাসায়।
সুখের বিহার দুখে পরিণত,
করিবেন হরি না ছিলাম জ্ঞাত,
কেন ফেলিলেন আজি অকস্মাত,
এ প্রমাদে প্রমদায় প্রেমদায়।

৪৪

বেহাগ খাড়ব—একতালা।

বৃন্দা। সখি চিন্তিত হয়ো না।
এখনি আসিবে শ্যাম ত্যজ না ভাবনা।
মোরা সব সখি মিলি,
বিবিধ কুসুম-কলি,
যতনে আনিব তুলি, করেছি কল্পনা।

বিনি সূত্রে গেঁথে হার,
গলে দিয়ে দোঁহাকার,
নয়ন ভরি নেহারি, পূরাব বাসনা।

৪৫

কলিঙ্গড়া খাড়ব—আড়খেম্‌টা।

কাজ কি কুসুম তুলে।
স্বজনি, লো ধনি,
দিবি মালা গেঁথে কার বা গলে।
যামিনী প্রায় বিগত, নাহি এলো প্রাণনাথ,
কেন তোরা ব্যস্ত এত,
বুঝি বঁধু গেছে ফিরে চলে।
বিলম্ব অধিক হ'ল, এখন কেন না এল,
কোথা বা ভুলে রহিল,
দেখ গো তোরা সবাই মিলে।

৪৬

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

ললিতা। বিধুমুখি ধৈরয ধর।
বিশাখা। এত ব্যস্ত হইও না ক্ষণেক বিলম্ব কর।
চিত্ররেখা। ওই দেখ গো স্বজনি,
এখন আছে রজনী,
বৃন্দা। ভেবনা ভেবনা ধনী, আসিবেন নটবর।

৪৭

সাহানা সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীরাধা। কেমনে মনে ধৈরয ধরি।
মন যে মানেনা, বুঝালে বুঝে না,
বল বল বল গো স্বজনি কি করি।
কে জানে যে এত হইবে লাঞ্ছনা,
স্বজনে করিবে শেষে বিড়ম্বনা,
হরিষে বিষাদ হইল ঘটনা,
আজি গো নিকুঞ্জে অভিসার করি।

৪৮

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

বৃন্দা। দুঃখ করিও না আর।
না হেরি কোন কারণ তব আশঙ্কার।
এই ত অর্দ্ধ যামিনী,
গত হয়েছে স্বজনি,
ক্ষণ ধৈর্য্য ধর ধনি, শ্যাম আসিবে তোমার।

৪৯

ভৈরব সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীরাধা। শুন শুন স্বজনি, যে কারণে দুখিনী।
প্রাণ সম প্রিয় শ্যাম বিহনে, প্রাণ কাঁদে দিবা যামিনী।
বিষম বিরহ-অনল, হইয়ে প্রবল,
করে তাপিনী, প্রাণদাহিনী।

মধুকর কোকিলার, গানে আর তিষ্ঠা ভার,
তাহে মলয় অনিল মোহিত করে,
মন জ্ঞান সমুদয় হরে,
তাই সখি বিষাদেতে সদা বিষাদিনী।

(কিয়ৎকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে)—

৫০

শঙ্করা সম্পূর্ণ—আড়খেম্‌টা।

আর কি আসিবে শ্যাম স্বজনি যামিনী যে যায়।
অপ্রেমিকে প্রাণ সঁপে প্রাণ রাখা হইল দায়।
মনে ছিল দৃঢ় আশা,
মিটাব প্রেম-পিপাসা,
বৃথা হ'ল কুঞ্জে আসা, মরি শেষে নিরাশায়।
তুষিতে তারে যতনে,
বড় আশা ছিল মনে,
কিন্তু তার অযতনে, ঠেকেছি গো ঘোর দায়।

(ললিতার কর ধারণ করিয়া)—

৫১

বিহঙ্গড়া সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

কই কই কই গো স্বজনি শ্যামরায়।
প্রায় প্রভাত যামিনী শশী অস্ত যায়।

ওই ডাকে পিকবর,
যেন হানে তীক্ষ্ণ শর,
মধুকরের ঝঙ্কার, বিরহ বাড়ায়।
সুধাকর স্নিগ্ধ করে,
অন্তর দাহন করে,
মৃদু মলয়-সমীরে, সর্ব্বাঙ্গ পোড়ায়।

(বিশাখার করধারণ করিয়া)—

৫২

রামকেলী সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

বল গো বিশাখা ত্বরা বিচ্ছেদে প্রাণ যে গেল।
কার হৃদয়-সাগরে ফুটিল নীল কমল।
মম প্রেম-সরোবরে,
প্রফুল্ল হবার তরে,
আশায় আশ্বস্ত ক'রে, কেন অদর্শন হ'ল।
তার সঙ্কেত বাঁশরী,
শুনে এলেম সহচরী,
বাসক সুসজ্জ করি, যামিনী কেঁদে পোহাল।

(চিত্ররেখার করধারণ করিয়া)—

৫৩

খট্ সম্পূর্ণ—যৎ।

কর চিত্ররেখা সুবিধান।
দেখা ত্বরান্বিত, করিয়ে চিত্রিত, নাথের সুচিত্র,
হয়ে কৃপাবান।

করিলাম যারে চিত্ত সমর্পণ,
চিত্ত হরি সে হইল অদর্শন,
ভ্রমেও কখন ভাবি না এমন,
প্রাণেশ্বরের বিচ্ছেদে যাবে প্রাণ।

যত্নে গাঁথিলাম কুসুমের হার,
অর্পি শ্যামে সুখে করিব বিহার,
সে রহিল মোরে করি পরিহার,
এ হার কাহারে করি গো প্রদান।

ভেবে ভেবে হলো সচঞ্চল চিত্ত,
লম্পট শঠের কি আছে বিচিত্র,
কপটতা-পূর্ণ যাদের চরিত্র,
তাদের কি রহে প্রেম-ধর্ম্মজ্ঞান।

(বৃন্দার করদ্বয়-ধারণপূর্ব্বক)—

৫৪

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—একতালা।

একি লাঞ্ছনা।

না পূরিতে সাধ, কে সাধিল বাদ, প্রমোদে প্রমাদ,
হরিষে বিষাদ, ঘটিল একি ঘটনা।
প্রাণ-মন তারে করে সমর্পণ,
বিচ্ছেদ-বিকারে মরি গো এখন,
সময়ে সে সখি হল অদর্শন,
করি মোরে বিড়ম্বনা।

তার প্রেম-আশে গিয়ে তার বশে,
আপনার দোষে দূষী হই শেষে,
এখন স্ববশে মন নাহি আসে,
করি তার প্রেম-বাসনা।

৫৫

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। ব্যস্ত হইওনা সখি কর ধৈর্য্যাবলম্বন।
চিত্ররেখা। কিয়ৎকালের জন্যে হও শ্যামে বিস্মরণ।
বিশাখা। ভেবনা তাহারে আর,
তত্ত্ব করিওনা তার,
বৃন্দা। দৃঢ়ভাবে সেইরূপ, ভুলিতে কর যতন।

৫৬

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্রীরাধা। ত্রিভঙ্গ শ্যামের রূপ সখি কি ভুলিতে পারি।
ভুলিতে যতন বটে মন ভুলে না কি করি।
প্রথম দেখা যে দিনে,
মন হরিল সে দিনে,
সে অবধি মনে মনে, অধীন হয়েছি তারি।
সদত করি বাসনা,
আর তারে ভাবিব না,
মন ত তাহা মানে না, কুহকে মজেছি তারি।

(কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোদনচ্ছলে)—

৫৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্যাম-বিচ্ছেদ-সাগরে বুঝি সখি গেল প্রাণ।
ডুবিল গো আশা-তরি বল কি করি বিধান।
নিরাশা-বায়ু প্রবল,
প্রেম-তরঙ্গে বহিল,
ধৈর্য্য-পালি ছিন্ন হ'ল, হেরি হারাইনু জ্ঞান।
এবিপদে কিসে তরি,
অবলম্ব নাহি হেরি,
অকূলে হয়ে কাণ্ডারী, সে বিনে কে করে ত্রাণ।

(বিশাখা ও চিত্ররেখার করধারণ করিয়া বিনয় পূর্ব্বক)—

৫৮

সোহীনি খাড়ব—শ্লথ কাওয়ালী।

মম মন-দুখ সখি ব'লে কে জানাবে তারে।
কে হেন সুহৃদ আছে বুঝাবে যতন ক'রে।
একেত বিরহে চিত,
হতেছে সদা ব্যথিত,
তাহে করে প্রপীড়িত, মদনের তীক্ষ্ণ শরে।
পাইতেছি যে যন্ত্রণা,
সেত তা কিছু জানে না,
শুনিয়ে করি করুণা, যদি আসি ত্রাণ করে।

(সবিনয়ে বৃন্দার করদ্বয় ধারণ করিয়া)—

৫৯

সোহীনি খাড়ব—শ্লথ কাওয়ালী।

বিষম বিচ্ছেদানলে বুঝি সখি গেল প্রাণ।
শ্যামের সাহায্য বিনে নাহি হেরি পরিত্রাণ।
কোকিলের কুহুরবে,
আর কি গো প্রাণ রবে,
প্রসূন বৈরিতাভাবে হানিছে কুসুমবাণ।
বহিল মলয়ানিল,
ছুটিল মধুপ-কুল,
হেরি ধৈর্য্য পলাইল, আশা হ'ল অন্তর্দ্ধান।
তাই বলি সহচরি,
মম প্রতি কৃপা করি,
তোমা সবে ত্বরা করি, কর তার সুবিধান।

(সখিগণের প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া সকলে সমস্বরে)—

৬০

শঙ্করা সম্পূর্ণ—আড়খেম্‌টা।

শ্যামের প্রেম-প্রতিমা দেহ সখি বিসর্জ্জন।
ভাসায়ে বিচ্ছেদ-নীরে বসে কর গো রোদন।
কুল-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
চিত্ত-নৈবেদ্য অর্পিয়ে,
সমাপিলে পূজাক্রিয়ে, কর ব্রত উজ্জাপন।

এ ব্রতের এই ফল,
শেষে প্রাণে ব্রতী ম'ল,
সম্প্রতি ভাবা বিফল, ব্রত হ'ল সমাপন।

৬১

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। স্বচক্ষে হেরিনু সখি যা হয় বিহিত কর।
চন্দ্রাবলী-হৃদাম্বুজে ভ্রমিছে শ্যাম-ভ্রমর।
লুটিতে কুসুম-মধু,
প্রমোদে প্রমত্ত বঁধু,
প্রেমভরে প্রফুল্লিত, হইয়ে গেল সত্বর।
ভ্রমরারে দরশনে,
কামিনী হাস্যবদনে,
গিয়ে তাহার সদনে, বাঁধে দিয়ে প্রেমডোর।

(এতচ্ছ্রবণে শ্রীরাধা রোষাবিষ্ট হইয়া)—

৬২

বেহাগ খাড়ব—আড়া।

শ্যামে হেরিব না আর।
সে শঠ লম্পট তার কপট ব্যাভার।
আমি তাহার অধিনী,
সে ভিন্ন অন্যে না জানি,
তবু পর প্রেম-আশা, প্রবল তাহার।

যদি সে পুন আইসে,
যেন কুঞ্জে না প্রবেশে,
যেতে বল যথা নিশি, করেছে বিহার।

৬৩

ঝিঁঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

কালরূপ হইল কাল।
কালাচাঁদে প্রাণ সঁপে গেল কুল-শীল।
কালিন্দীর কাল বারি,
স্পর্শিব না সহচরি,
কাল কেশ পরিহরি, থাকিব গো চিরকাল।
কাল বস্ত্র না পরিব,
কাল আঁখি না রাখিব,
উৎপাটিয়ে অন্ধ হব, তবু সেও বরং ভাল।

৬৪

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—আড়খেম্‌টা।

সখিগণ সমস্বরে শ্রীরাধার প্রতি }
তবে বস গো ত্বরা মানে।
দেখিস, যেমন,
বঁধু এলে ফিরে চাসনে গো তার পানে।
ত্যজি অঙ্গের ভূষণ,
অম্বরে ঢাকি বদন,
মুদিয়ে দুই নয়ন,
বসে থাক গো ধনি ধরাসনে।

যদি বহু যত্ন করে,
ধরি তোর দুই করে,
কিম্বা সাধে পায়ে ধরে,
কভু কথা কস্‌না গো তার সনে।

(অদূরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন।)

৬৫

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্রীরাধা সখিগণের প্রতি }
যার লাগি নিশি জাগি ওই সেই নটবর।
প্রভাতে এল এ পথে কোথা করিয়ে বিহার।
আঁখি অরুণ-বরণ,
শুখায়ে গেছে বদন,
শিথিল পীত বসন, ভালে ভূষিত সিন্দূর।
চলে যেতে বঁধু ভূমে,
ঢোলে ঢোলে পড়ে ঘুমে,
পথভ্রষ্ট হয়ে ভ্রমে, কুঞ্জে আসে পুনর্ব্বার।
দিওনা আসিতে হেথা,
ফিরে যেতে বল তথা,
জেগেছে যামিনী যথা, ভুলাতে মন তাহার।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জকানন।

(শ্রীরাধা বামকরে গণ্ডস্থাপনপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে ভূমে উপবিষ্টা ও দ্বারে ঢুলিতে ঢুলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং বৃন্দে অগ্রসর হইয়া)—

৬৬

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

এই কি উচিত হে তব;
ছি ছি মাধব।
পেয়ে অবলা সরলা যা কর তাই সম্ভব।
কে দিল সিন্দূর ভালে,
মালতীর মালা গলে,
প্রেমচিহ্ন গণ্ডস্থলে, হেরি এ কেমন ভাব।
বেশভূষা ছিন্ন ভিন্ন,
বসনে তাম্বুল-চিহ্ন,
কে সাজালে হে এমন, সজ্জা অতি অসম্ভব।

৬৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। ফিরে যাও বঁধু প্যারী ভাগে প্রেম করিবে না।
মানে মগ্ন আছে ধনী বিচ্ছেদে হয়ে উন্মনা।

তব আশা-পথ চেয়ে,
সখিগণ সঙ্গে লয়ে,
যত্নে বাসক সাজায়ে, বাড়িল মাত্র যন্ত্রণা।
জাতী যূথী কুন্দ বেলী,
গন্ধরাজ কৃষ্ণকলী,
মালা গাঁথি বনমালি, তুলিয়ে কুসুম নানা।
নিশি যত হয় শেষ,
ভাবে তুমি এই এস,
প্রত্যূষে পাইয়ে ক্লেশ, আশাতে দিল মূর্চ্ছনা।

৩৮

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বিশাখা। কি ভাবে এভাবে বঁধু কার ভাবে ভুলে ছিলে।
কিবা প্রয়োজন ছিল কেন প্রভাতে আইলে।
ভাল বটে বনমালি,
জানা গেছে চতুরালি,
ভালবাসা হে সকলি, ভাল মতে দেখাইলে।
দেখে তব রঙ্গ ভঙ্গ,
অঙ্গ জ্বলে হে ত্রিভঙ্গ,
কর গে তথায় ব্যঙ্গ, যামিনী যথা জাগিলে।

৩৯

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

চিত্ররেখা। প্যারীর প্রেমসাগরে উঠিল মানতরঙ্গ।
বিচ্ছেদবায়ু সংযোগে ক্রমে বাড়িতেছে রঙ্গ।

ক্রমে ক্রমে পুন তাহে,
নিরাশা-ঝটিকা বহে,
মলয়-অনিল আসি, মিলিয়াছে তার সঙ্গ।
না হেরি উপায় আর,
এ সাগর হতে পার,
যেওনা যেওনা তথা, ফিরে এস হে ত্রিভঙ্গ।

৭০

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

যেওনা যেওনা হে তথায়;
শুন শ্যামরায়।
আছে ব্যথিতা কিশোরী তব বিরহ-জ্বালায়।
প্রজ্জ্বলিত মানানল,
চতুর্দ্দিগেতে ব্যাপিল,
দগ্ধ হ'তে সে অনলে, কেন যাবে রসরায়।

৭১

টোরি সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন দূষ অকারণ।
আসিতে বিলম্ব হ'ল পথে অল্পক্ষণ।
এখন আছে যামিনী,
ওই শুন কুহূধ্বনি,
দ্বার ছাড়ি দে স্বজনি, ধরি গো চরণ।
বিচ্ছেদ-অনলে প্রাণ, করিছে দাহন।

৭২

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। যাও আর কুঞ্জদ্বারে মিছে দাঁড়াইয়ে কেন।
মানে মানে বনমালি, ত্বরা কর হে প্রস্থান।
শুনিয়ে তোমার বাঁশী,
গৃহ ত্যজি বনে আসি,
নৈরাশ্য-সাগরে শেষ, হতে হ'ল নিমগন।
ওহে নিলর্জ্জ লম্পট,
নিষ্ঠুর কপট শঠ,
মানিনী শ্রীরাধা নাহি, চাহে তব দরশন।

(এতচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কাতর হইয়া)—

৭৩

ঝিঁঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

যদি চাহে না আমারে কিশোরী;
বল কি করি।
কাজ কি শরীরে তবে যমুনায় ডুবে মরি।
এই নে মোহন চূড়া,
সহ গুঞ্জ-মালাবেড়া,
পরিধেয় পীত ধড়া, তোদের দত্ত বাঁশরী।
ভবিষ্যতে ব্রজধামে,
ভুলে যেও কৃষ্ণনামে,
তোমাদের মনস্কাম, পূর্ণ হোক সহচরি।

কি ফল আর জীবনে,
এই যমুনা-জীবনে,
দেখ ত্যজিব জীবনে, শ্রীরাধার নাম স্মরি।

৭৪

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। ছিছি বঁধু এই ছার সামান্য মানের দায়।
কেন বা জীবন তুমি ত্যজিবে হে যমুনায়।
সামান্য নারীর তরে,
কেবা এত যত্ন করে,
এরূপ করা তোমারে, কভু নাহি শোভা পায়।
বেঁচে থাক শত্রুনাশি,
সুখে থাক্ চূড়া বাঁশী,
মিলিবে হে কত দাসী, শ্যাম তব রাঙ্গা পায়।

(শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার করধারণ করিয়া সযত্নে)—

৭৫

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ত্বরা করি ওগো বৃন্দে দ্বার ছাড়ি দে আমায়।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত হেরিবারে শ্রীরাধায়।
সখি, এ দুখ-সাগর
হ'তে, মোরে ত্রাণ কর,
ভরসা মাত্র তোমার, ভিন্ন, নাহি অন্যোপায়।

একবার যত্ন করি,
দেখি যদি, সহচরি,
মান ভাঙ্গিবারে পারি, ধরি তার দুই পায়।

৭৬

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। সে দুরাশা কেন কর ভাঙ্গিতে রাধার মান।
যেওনা যেওনা বঁধু কেন হবে হতমান॥
একান্ত যদি যাইতে,
বাসনা করেছ চিতে,
তবে যাও গিয়ে দেখ, ওহে রসের নিধান।
[সখিগণের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ ও শ্রীরাধার সম্মুখে উপবেশন করিয়া করযোড়ে)—

৭৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

অনুগত জন প্রতি কেন হেন ব্যবহার।
তুমি যাহা ভাব কিন্তু আমি অধীন তোমার।
নিষ্কারণে কেন প্রাণ,
অনুচিত কর মান,
তুমি ভিন্ন অন্য ধন, কি আর আছে আমার।

৭৮

সোহিনী খাড়ব—মধ্যমান।

মানময়ি অভিমান, কর প্রিয়ে পরিহার।
প্রমোদে প্রমাদ করা নহে উচিত তোমার।
শশী বাদ সাধিবারে,
অস্ত গেল ত্বরা ক'রে,
তাহে মিছে ক্রোধ করা, নহে উচিত তোমার।

(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী বাক্যে সক্রোধে বৃন্দার প্রতি)—

৭৯

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

সখি লম্পট কপট চরিত্র,
বড় বিচিত্র।
হৃদয় গরলে পূর্ণ বদনে সুধা মাত্র।
গত দুখ না ভাবিলে,
কেন দ্বার ছেড়ে দিলে,
কাপট্যেতে ভুলাইল, বুঝি তোমার চিত্ত।
এখন এখানে কেন,
করিলি গো আনয়ন,
নাহি কোন প্রয়োজন, যেতে বল অন্যত্র।

(শ্রীরাধার রোষযুক্ত বাক্যে, শ্রীকৃষ্ণ ভূমে জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক গলে বস্ত্র দিয়া করযোড়ে)—

৮০

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

প্রিয়ে ক্ষমা কর, ধরি তব কর, মান পরিহর, হয়ে সরল।
অনুগত জন, প্রতি আর কেন, কর অকারণ, ক্রোধ প্রবল।
এই মাত্র তুমি, করিয়াছ মান,
এখনি মদনানলে দহে প্রাণ,
তব মুখপদ্মমধু কর দান, পান করি চিত্ত করিব শীতল।
তাহাতেও যদি হও গো কৃপণ,
রোষাবিষ্ট ভাব ত্যজনা এখন,
মম সহ কর ক্ষণ সম্ভাষণ, হেসে কথা কও বারেক কেবল।
তাহে তব দন্তশ্রেণী কৌমুদীর,
জ্যোতি প্রকাশিয়ে অতি মনোহর,
মম ভয়রূপ অতি ঘোরতর, তিমির হরণ করিবে সকল।
তোমার অধর-চন্দ্র-সুধা তরে,
লোলুপ আমার নয়ন-চকোরে,
বাঞ্ছাপূর্ণ কর যদি কৃপা করে, আজি মম প্রতি হয়ে অনুকূল।

৮১

যোগিয়া সম্পূর্ণ—যৎ।

ক্ষম মম অপরাধ আমি একান্ত তোমার।
যদি দোষী হয়ে থাকি করুণা কর এবার।

প্রিয়ে তব আশ্রিত, নিতান্ত অনুগত,
মিছে ক্রোধ কর পরিহার।
দয়া কর গো দীনে, ধরি তব চরণে,
তুমি প্রাণধন গো আমার।

৮২

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ক্ষম প্রিয়ে চারুশীলে মম অপরাধ যত।
স্বজনের প্রতি মান করা হয় অনুচিত।
যদি করে থাকি দোষ,
দয়া করে ত্যজ রোষ,
বরঞ্চ হয়ে সন্তোষ, কর কটাক্ষ আঘাত।
আর বান্ধি ভুজ-পাশে,
কর যাহা মনে আসে,
কিম্বা তুলি হৃদাকাশে, দেহ দণ্ড সমুচিত।

(শ্রীরাধার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক)—

৮৩

ভৈরবী সম্পূর্ণ—ঝাঁপতাল।

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো, মদন কদনারুণো
হরতু তদু পাহিত বিকারং।

(শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশ দর্শনে, শ্রীরাধার প্রতি)—

৮৪

বাহার সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। চারুশীলে! চেয়ে দেখ পায়।
ধরি তব পদ মান সাধে শ্যামরায়।
যার মানে কর মান,
তারে করা অপমান,
বিপরীত এ বিধান, শোভা নাহি পায়।

ললিতা। ত্যজ না স্বজনি মানে,
ধৈর্য্য ধর নিজ মনে,
শ্রীহরির দুখ আর, দেখা নাহি যায়।

বিশাখা। মানিনি বলি গো শুন,
বস হয়ে সাবধান,
যেন ঠেকে না চরণ, শ্যামের চূড়ায়।

(বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করত)—

৮৫

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

গা তোল গা তোল শ্যাম আর কেন অকারণ।
ভাঙ্গিতে রাধার মান, মিছে করিছ যতন।
সাধিলে ধরিয়ে পায়,
নিতান্ত দীনের প্রায়,
মান নাহি গেল তায়, বরঞ্চ হ'ল দ্বিগুণ।

করি এই অনুমান,
এ নহে সামান্য মান,
হইয়াছে গুরু মান, ত্বরা হবে না ভঞ্জন।
অতএব গৃহে যাও,
বৃথা কেন কষ্ট পাও,
এখানে থাকিয়া আর, নাহি কোন প্রয়োজন।

(শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করতঃ পুনরায় শ্রীরাধার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক)—

৮৬

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

নিতান্ত কি প্রাণপ্রিয়ে ঠেলিলে দীনে দুপায়।
সর্ব্বত্যাগী হতে হ'ল তোমার প্রেমের দায়।
এত করিনু যতন,
ত্যজিলে না তবু মান,
মিছে দোষে অকারণ, কেন ত্যজিলে আমায়।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

নিকুঞ্জকানন।

(বিরহবিহ্বলা শ্রীরাধা কাতর হইয়া ললিতার প্রতি)—

৮৭

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—একতালা।

কি করি কি করি, বল সহচরি, প্রাণ বদ্ধ প্রেম ফাঁদে।
হয়ে হতজ্ঞান, করিলাম মান,
বিচ্ছেদে এখন, ব্যাকুল প্রাণ,
প্রাণেশ্বর বিনে নাহি পরিত্রাণ, যার জন্যে প্রাণ কাঁদে।
নাহি হয় সহ্য, করিল অধৈর্য্য, কুহুর কুহুনাদে;
তায় খর শর, হানে হৃদে স্মর, পড়িলাম কি প্রমাদে।
কি করি কোথা যাই এখন, আরত স্ববশে না আ'সে মন,
করি' অন্বেষণ কর আনয়ন,
ত্বরা করি কালাচাঁদে।

(চিত্ররেখার প্রতি)—

৮৮

ভৈরবী সম্পূর্ণ—মধ্যমানের ঠেকা।

প্রাণ যায় স্বজনি বল কি করি।
হয়ে হতমান করে মান গেছেন শ্রীহরি।

মানে মনে অন্ধ হয়ে,
না দেখিনু নাথে চেয়ে,
তাই গেলেন ত্যজিয়ে, নিকুঞ্জ পরিহরি।
এখন বিরহানলে,
অন্তর দ্বিগুণ জ্বলে,
শীতল না হয় জলে, কিসে জ্বালা নিবারি।
ওগো তোরা যা ত্বরায়,
বঁধু কোথা দেখে আয়,
আমি তার প্রেম দায়, বিচ্ছেদে জ্বলে মরি।

(সবিনয়ে বৃন্দার করধারণ পূর্ব্বক)—

৮৯

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—একতালা।

যাও বৃন্দে গোবিন্দে আন করি অন্বেষণ।
তার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়াছে প্রাণ মন।
এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে,
মানে বসে ছিনু গিয়ে,
মন না মানিল সখি, বল কি করি এখন।
যদি চক্ষু মুদে থাকি,
হৃদয়ে সে রূপ দেখি,
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর, সেই মদনমোহন।

(কুঞ্জদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের যোগীবেশে প্রবেশ, তদ্দর্শনে
নেপথ্যে বিশাখা উচ্চৈঃস্বরে)—

৯০

ইমন কল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

আয় গো সখিগণ, করে যা দর্শন,
সেজেছে কেমন, শ্রীমধুসূদন।
রাধার প্রেমের দায়, ভস্ম মেখে গায়,
যোগীর সাজ আজ করেছেন ধারণ।
নাই সে পীতাম্বর, এখন চর্ম্মাম্বর,
নাই সে চারুকেশ, এখন জটাধর,
নাই সে বনমালা, এখন হাড়মালা,
অতিরিক্ত স্কন্ধে ঝুলী সুশোভন।
নাই সে চূড়া আর, নাই সে মোহন বাঁশী,
নাই সে অধরে আর মৃদু হাসি,
ভিক্ষা দে রাই বলে কুঞ্জদ্বারে বসি,
শিঙ্গা আর ডমরু করিছেন বাদন।

(হাস্যবদনে অন্যান্য সখিগণ কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত,
সকলে সমস্বরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)—

৯১

পুরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

ওইখানে বস হে যোগী পাবে না কুঞ্জে আসিতে।
অমি যোগীবেশে রাবণ হরিল রামের সীতে।

সেই হ'তে যোগিগণ,
নহে বিশ্বাসভাজন,
তাই আছে নিবারণ, নিকুঞ্জেতে প্রবেশিতে।
ইচ্ছা হয় ভিক্ষা লন,
কর পদ প্রক্ষালন,
অথবা যাহা মনন, বলুন তবে ত্বরিতে।

৯২

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

যোগী। কেন নিবার আমারে।
আসি না এখানে আজি অন্য ভিক্ষা আশা করে।
নানা তীর্থ পর্য্যটন,
করি শেষে বৃন্দাবন,
আসিয়াছি দরশন, করিবারে শ্রীরাধারে।

৯৩

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। ভাল সাজ সেজেছ হে আজি মদনমোহন।
কত রঙ্গ জান বঁধু ভুলাতে নারীর মন।
চন্দনের বিনিময়ে,
বিভুতি ভূষিত গায়ে,
মোহন চূড়া ত্যজিয়ে, জটা করেছ ধারণ।

ললিতা। পীত ধটী পরিহরি,
ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর পরি,
মুরলী ত্যজি মুরারি, করিছ শিঙ্গা বাদন।

বিশাখা। কিন্তু বঙ্কিম সুঠাম,
কোথা লুকাইবে শ্যাম,
হৃদে বাজে অবিরাম, ওইরূপ সর্ব্বক্ষণ।

৯৪

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

যোগী। প্যারীর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে প্রাণ।
না ক'রে কি করি বল যোগীর বেশ ধারণ।
প্রিয়ার প্রেমের দায়ে,
সাধিয়াছি ধরে পায়ে,
সম্প্রতি বিভূতি গায়ে, হইয়াছে বিভূষণ।
গত নিশি শেষাবধি,
কষ্টের নাহি অবধি,
সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি, বুঝি হারাই জীবন।
তবে গো কোন প্রকারে,
যদি বিচ্ছেদ-বিকারে,
ত্রাণ কর দয়া করে, প্রাণ করিব অর্পণ।

৯৫

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

বৃন্দা। প্রয়োজন নাহিক প্রাণে।
কত বার ওই প্রাণ দিবে হরি কত জনে।
বঁধু কথায় কথায়,
দিয়েছ প্রাণ রাধায়,
অধুনা বিচ্ছেদ-দায়, সে ধনী বা মরে প্রাণে।

প্রাণ চাহি না হে হরি,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মরি,
মোরা যত ব্রজনারী, বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে।
ও প্রাণের যত গুণ,
জানা আছে পুনঃ পুনঃ,
যারে দাও সেই জন, মরে বিরহ-জ্বলনে।

৯৬

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

যোগী। কেন কর তিরস্কার।
যত কিছু দোষ সখি সকলি আমার।
সে সব হও বিস্মৃত,
কর যা হয় বিহিত,
যাহে প্যারী পান প্রীত, কর সুব্যবস্থা তার।
সবে হয়ে সযতন,
মিলাও আনি সে ধন,
তবে পাই পরিত্রাণ, এ বিপদে এইবার।

৯৭

কানড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। কিরূপে যোগীর বেশে করিবে কুঞ্জে প্রবেশ।
তবে পার যদি ধর বিদেশী নারীর বেশ।
পর নারীর বসন,
ধর নারীর ভূষণ,
কবরী কর বন্ধন, যত্নে বিনাইয়ে কেশ।

তাভিন্ন নাহি উপায়,
হইয়াছে নিরুপায়,
নতুবা অসাধ্য হবে, কুঞ্জে যাওয়া হৃষীকেশ।

(বৃন্দার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ও ক্ষণকাল পরে
বিদেশিনী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া
সহাস্যবদনে পুনঃপ্রবেশ।)

৯৮

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। কে নারী চিনিতে নারি একা ভ্রমিছ গোকুলে।
কেন হয়েছ ব্যাকুল কেহ নাহি কি স্বকুলে।

বিশাখা। বোধ হয় বিদেশিনী,
হয়ে বিচ্ছেদে তাপিনী,
এসেছ কি একাকিনী, জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে।

চিত্ররেখা। কর স্বরূপ বর্ণন,
কেন দুখে নিমগন,
জ্ঞান হয় তুমি যেন, ব্যথিত বিরহানলে।

বৃন্দা। আর হ'ও না অধৈর্য্য,
করিব তব সাহায্য,
নিজ মনে ধর ধৈর্য্য, ভেস না নয়নজলে।

৯৯

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

বিদেশিনী। শুন গো স্বজনি তবে মম দুখ-বিবরণ।
যে কারণে একাকিনী বিদেশে করি ভ্রমণ।

লম্পট আমার স্বামী,
সদত কুপথগামী,
তাই তারে ত্যজি আমি, করি তীর্থ পর্য্যটন।
সকল তীর্থের সার,
পাদপদ্ম শ্রীরাধার,
দরশন করিবারে, এসেছি করে মনন।
এখান হতে সত্বরে,
যাব অন্য তীর্থান্তরে,
অতএব ত্বরা করে, করহ বাঞ্ছা পূরণ।

১০০

ইমন কল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। স্বজনি গো শুন, সে ধনী কেমন, আসি বৃন্দাবন,
ফিরে যাবে পুন।
হেরিলে শ্রীহরি, প্রাণ নিবে হরি, হানি ত্বরা করি,
কটাক্ষ সন্ধান।
তাহে বংশীধর, বাঁশী বাজাইলে,
সে রবে রহিবে আর কে গোকুলে,
আকুল হইবি, পড়িয়ে অকূলে, কে আর করিবে,
তীর্থ পর্য্যটন।

১০১

বাহার সম্পূর্ণ—আড়া।

বিদেশিনী। ওগো গোকুলবাসিনী কিরূপে আছ গোকুলে।
দিয়েছ কি জলাঞ্জলি সকলে মিলে স্বকুলে।

তোরা কি শ্যামে কখন,
নাহি কর দরশন,
তাঁর বাঁশরী বাদন, শুন না কি কোন কালে।
তার কটাক্ষ সন্ধানে,
যদি সবে মরে প্রাণে,
তবে তোরা গো কেমনে, জীবিত আছ সকলে।

১০২
ইমন কল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে, দিয়েছি সকলে,
কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল, অকূল সাগরে,
মরি গো এখন।
শুনেছি যে দিনে, শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হতে, কুল ত্যাগ করি,
হয়েছি সকলে অধীন তাহারি, করে তার করে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস, করে শ্রীনিবাস, সদা তারি ধ্যানে, মন নিমগন।

১০৩
ঝিঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরী।

বিদেশিনী। যা বল স্বজনি আমি যাব শ্রীরাধা-সদনে।
মনোভীষ্ট পূরাইব তাঁর চরণ দর্শনে।
তোমা সবে দয়া করে,
লয়ে চল গো আমারে,
হেরিব নয়ন ভরি, তাঁর যুগল চরণে।

১০৪

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

বৃন্দা। যেওনা যেওনা গো ধনি;
ও বিদেশিনি।
প্রতিজ্ঞা করেছে প্যারী হেরিবে না শ্যামাঙ্গিনী।
থাক যদি চাহ মান,
কেন হবি অপমান,
শ্রীরাধা করেছে মান, শুন বঙ্কিমনয়নী।
যত ছিল সখি কাল,
কুঞ্জ হ'তে পলাইল,
কাল হইয়াছে কাল, যাস্‌নে কালবরণি।
তবে করি গে জ্ঞাপন,
যদ্যপি সম্মত হন,
প্রত্যাগত হয়ে পুন, লইয়ে যাব এখনি।

(বৃন্দার কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ ও শ্রীরাধার সম্মুখে যোড়করে)—

১০৫

পূরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

দাঁড়াইয়ে কুঞ্জদ্বারে আছে এক বিদেশিনী।
মৃদু হাসে মিষ্ট ভাষে, শ্যামাঙ্গিনী বিনোদিনী।
একা করিছে ভ্রমণ,
হয়েছে পূর্ণ যৌবন,
করে বীণা সুশোভন, তাহে বঙ্কিম-নয়নী।

সুধাইলে সুধু বলে,
কোথা শ্রীরাধা রহিলে,
কেন প্রতিকূল হলে, দেখা দেহ কমলিনি।
এই হয় সুবিহিত,
বারেক করা সাক্ষাত,
আজ্ঞা হলে ত্বরান্বিত, তাহারে এখানে আনি।

১০৬

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্রীরাধা। ভাল করিনি স্বজনি ত্যজিয়ে সে কৃষ্ণ ধনে।
বলেছি কুবাক্য কত উন্মত্ত হইয়ে মানে।
তাই মম প্রাণ হরি,
গেছে কুঞ্জ পরিহরি,
আন গো সন্ধান করি, পাও তাহারে যেখানে।
বিদেশিনী সর্ব্বক্ষণ,
বিদেশে করে ভ্রমণ,
ত্বরা তারে ডেকে আন, তার তত্ত্ব যদি জানে।

(বৃন্দার কুঞ্জ হইতে প্রস্থান, বিদেশিনীসহ
পুনঃ প্রবেশ।)

১০৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্রীরাধা। একাকিনী বেদেশিনী, কেন করিছ ভ্রমণ।
এখানে এসেছ কেন, বল কিবা প্রয়োজন।

এই নবীন বয়সে,
ত্যজি স্বীয় গৃহবাসে,
কেন এসেছ বিদেশে, স্বজনে করি বর্জ্জন।

১০৮
বেহাগ খাড়ব—একতালা।

বিদেশিনী বিনীতভাবে }
দুখ কি বর্ণিব আর।
দ্বিচারিণী বলে স্বামী ত্যজেছে আমার।
হয়ে অতি নিরুপায়,
সাধি তার ধরে পায়,
নিতান্ত ঠেলিল পায়, করে অতি অবিচার।
তারে বুঝাইয়ে বলে,
হেন কেহ নাহি কুলে,
তার সুহৃদ সকলে, বলে মনোমত তার।
আর কি সুখ জীবনে,
বাসনা করেছি মনে,
বাস করি বৃন্দাবনে, দাসী হইব তোমার।

(শ্রীরাধার সতৃষ্ণভাবে বিদেশিনীর প্রতি নিরীক্ষণ ও ঈষৎ হাস্যে বিদেশিনীর প্রতি)—

১০৯
ইমন কল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

শ্যামবর্ণ কায়, হও শ্যামপ্রায়, কিজন্যে আমায়, কর প্রবঞ্চনা।
হেন অপরূপ, তব কালরূপ, যাহার স্বরূপ, জগতে মিলে না।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম, তব কলেবর,
বসনে ঢাকিতে, কেন যত্ন কর,
এমন বঙ্কিম নয়নত আর, শ্যাম ভিন্ন কার কখন হেরি না।

শ্যামের বাঁশরী, হরি লয় মন,
তেম্নি তব বীণা, করে বিমোহন,
তাই বলি নহ, রমণী কখন, এসেছ আমারে করিতে ছলনা।

(শ্রীরাধা হাস্যবদনে সখিগণকে সম্বোধন করিয়া)—

১১০

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

এস এস এস সখি, যাও করে দরশন।
আজি বিদেশিনী-বেশে, বঁধু সেজেছে কেমন।
পীত ধড়া পরিহরি,
পরিয়াছে পীতাম্বরী,
বনমালা ত্যাগ করি, পরেছে স্বর্ণ-ভূষণ।
দেখ চূড়া-বিনিময়ে,
বেঁধেছে বেণী বিনায়ে,
মোহন বাঁশী ত্যজিয়ে, বীণা করিছে বাদন।
পদ যাবকে রঞ্জিত,
তাহে মঞ্জীর শোভিত,
হয়ে লজ্জাবিবর্জ্জিত, ব্রজে করিছে ভ্রমণ।

(সখিগণের প্রবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনীবেশ দর্শন করিয়া সকলের হাস্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)—

১১১

কানড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। ছিছি হে নির্লজ্জ বঁধু লজ্জা কি হ'ল না মনে।
কোন্ লাজে নারী সেজে এলে পুনঃ বৃন্দাবনে।

ললিতা। হেরি তব নব সজ্জা,
লজ্জা বুঝি পেয়ে লজ্জা,
তোমারে কি দিতে লজ্জা, পাঠায়েছে এই খানে।

বিশাখা। নির্লজ্জ যে জন হয়,
লজ্জা তারে করে ভয়,
লোকলজ্জা নাহি রয়, তার আর কোন স্থানে।

(সখিগণ সকলে করযোড়ে শ্রীরাধার প্রতি)—

সখি তুমি ধৈর্য্য ধর,
ক্রোধ সম্বরণ কর,
ক্ষমি দোষ মাধবের, কুঞ্জে লহ সযতনে।
দক্ষিণে রাখি শ্রীহরি,
বামে ব'স ব্রজেশ্বরি,
মোরা হেরি আঁখি ভরি, যুগল রূপ নয়নে।

(সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনী-বেশ পরিত্যাগ করাইয়া চূড়া, ধড়া, বাঁশী ইত্যাদি দ্বারায় সুসজ্জিত করতঃ শ্রীরাধাকে বামে বসাইয়া উভয়কে মাল্য ও চন্দন প্রদান এবং পুষ্পময় শয্যায় বসাইয়া, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ করতালী প্রদান ও হাস্য-বদনে সকলে সমস্বরে নৃত্য ও গীত।)

১১২

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

নিকুঞ্জে বিহরে শ্রীহরি ;
সহ কিশোরী।
হৃদয় হর্ষিত হ'ল যুগল রূপ নেহারি।

উভয়ে উভয় করে,
বান্ধিয়াছে প্রেমডোরে
কার সাধ্য যাবে সরে, এ বন্ধন চ্যুত করি।
আর দোঁহা আঁখি-শর,
বান্ধিয়াছে পরস্পর,
তায় বাঁশরীর স্বর, গ্রন্থি দিল দৃঢ় করি।

১১৩

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

দোঁহে অভিন্ন হৃদয়ে, থাক হরি চিরদিন।
বিশুদ্ধ প্রণয়-পাশে, যেন বদ্ধ রয় মন।
স্নেহ যেন পরস্পরে,
অনুরাগ সহকারে,
বর্দ্ধিত হয়ে অন্তরে, রহে সমভাবে যেন।
অতীব যতনে তবে,
শান্ত, দাস্য, সখ্যভাবে,
বাৎসল্য, মধুর সহ, রেখ করিয়ে যতন।
এই যুগল মাধুরী,
যেন হরি সদা হেরি,
যুগে যুগে দয়া করি, দিও যুগল চরণ।

(বৃন্দা অন্যান্য সখিগণকে সম্বোধন করিয়া)—

১১৪

ইমন কল্যাণ সম্পূর্ণ—একতালা।

দেখ না নিকুঞ্জে, আজি পুঞ্জে পুঞ্জে, সুখরাশি ভুঞ্জে যত জীবগণ।
আহ্লাদ অন্তর, হয় গো সবার, ক্লেশলেশ কা'র, না হয় দর্শন।

রয়েছে কেমন, সুসজ্জিত হয়ে,
তরুলতাগণ, নব কিশলয়ে,
বিবিধ পাদপে, প্রসূননিচয়ে, প্রস্ফুটিয়ে করে, চিত্তবিনোদন।
কোকিল কুহরে, মধুপ ঝঙ্কারে,
গুঞ্জরি ভ্রমিছে, ভ্রমরী ভ্রমরে,
সুখে শিখিগণ, উন্মাদন করে, সঘনে বহিছে, স্নিগ্ধ সমীরণ।
সুললিত স্বরে, ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গী কুরঙ্গে, করে কত রঙ্গ,
স্পন্দনরহিত, আনন্দে অপাঙ্গ, এ সকল শোভা, করি বিলোকন।
এস এস সখি, বিলম্ব কি আর,
কুসুম-কেশরে, গেঁথেছি যে হার,
দম্পতির পদে, দিয়ে উপহার, মনোঽভীষ্ট করি, সকলে পূরণ।

(সখিগণ সহ বৃন্দার চন্দনাসিক্ত পুষ্পমালা লইয়া
রাধাকৃষ্ণ-পদে অর্পণ।)

(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.